**মন, কেমন**

**সুজল কুমার মালিক**

মেঘলা আকাশ , বৃষ্টি নামল বলে । গাড়িটা হাইওয়ের দিকে না গিয়ে উল্টো দিকে যেতে শুরু করল । আমি কিছু বলার আগেই আমার ড্রাইভার আমার দিকে পেছন ফিরে তাকিয়ে , দাঁত বের করে একটু হেসে বলতে শুরু করল , ‘’ স্যার , এখন হাইওয়েতে বড় ট্রাফিক । এই রাস্তা দিয়ে আমরা একটু তাড়াতাড়ি পৌঁছে যেতে পারব । ‘’

আলসেমির কারণে রেডি হতে বড্ড দেরি হয়েছে আজ । হাতে খুব একটা সময় নেই । তাই আমি আর খুব একটা কথা বাড়ালাম না । ড্রাইভার আমার সাথে টুকিটাকি কথা বলতে আরম্ভ করল । কিছুক্ষণ কথা বলার পর বুঝলাম যে , আমরা পরস্পরকে চিনি । আগেই এই ড্রাইভারের সাথে আমি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছি ।

ড্রাইভার বলতে লাগল , ‘’ স্যার , দেখুন না আপনার মোবাইলে আমার নম্বর সেভ করা থাকবে , ডায়াল করুন । ‘’ বলে সে নিজের নম্বর বলতে শুরু করল । দেখলাম ঠিক , এ আমার চেনা লোক । তবে এদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ কম তাই আর তেমন মনে নেই ।

হালকা বৃষ্টি ঠেলে আমার গাড়ি এগিয়ে যেতে লাগল স্টেশনের দিকে । সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। রাস্তার ধারে ধারে লোকের ভিড় , আর দিনের শেষে বাড়ি ফেরার ব্যস্ততা । ছোটখাট দোকান , লোকজনের ভিড় । সাইকেল , বাইককে পেছনে ফেলে গাড়ি এগিয়ে যেতে লাগল । একটা চার মাথার মোড়ে এসে সিগনালে গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেল ।

এই মোড়ে বেশ যানজট । সময় লাগবে বলে মনে হল । চারিদিকে ছোটবড় বিভিন্ন দোকানের আলো । বৃস্টিভেজা রাস্তায় গাড়ির লাল আলো প্রতিফলিত হচ্ছে । সেই আলোয় চোখ ধাধিয়ে যায় । ভিড়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজন , গাড়ি , বৃষ্টি আর আলো আধারিতে কিছুটা সময় কেটে গেলো । তারই মাঝে ফোনটা বেজে উঠল । তমালের ফোন

---- কি ব্যস্ত নাকি ?

---- না না , আমি গাড়িতে , বল ।

---- কোথায় যাচ্ছ ?

---- এই ভাবলাম একটু ঘুরে আসি । শনিবার- রবিবার ছুটি । আর সোমবার তো ১৫ ই আগস্ট । তাই ভাবলাম তিনদিন ঘরে বসে আর কি করব । তাই ......

---- বাহ ! ভাল প্ল্যান তো । তাহলে কি এখন রেখে দেব ?

---- না না , বল না গাড়িতেই তো আছি ।

---- তা ফিরছ কবে ?

---- এই তো মঙ্গলবার সকালে ফিরে আসব । এসে অফিস হয়ে যাবো । তোমার কি প্ল্যান বল ।

---- আমার আর কি প্ল্যান । ঘরে বসে আরাম নেব ছুটির । সারাক্ষণ দৌড়াদৌড়ি করে ছুটির দিনে আর কিছুই ভালো লাগেনা ।

আরও কিছুক্ষণ কথা বলে তমাল ফোন রেখে দিল । গাড়িটা তখনও সিগনালে দাঁড়িয়ে । ড্রাইভার একবার পেছন ফিরে বলল ,”স্যার , এই পাশ দিয়ে একটি রাস্তা আছে । একটু ঘুরে যেতে হবে কিন্তু তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাব । নেব পাশ কাটিয়ে ? “

একবার মনে হল বলি, না , সোজা পথেই চল । কিন্তু আজকাল মনের এই এক সমস্যা , যে কেউ খুব সহজেই আমাকে রাজি করিয়ে নিতে পারে । তাই মাথাটা হালকা নেড়ে বললাম , নাও , যাতে তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারি তার ব্যবস্থা কর ।

গাড়ি মেন রাস্তা ছেড়ে একটি গলি রাস্তায় ঢুকল । বৃষ্টি এখন প্রায় পড়ছে না বললেই চলে । গাড়ির জানালার কাচটা প্রায় পুরোটাই নামিয়ে দিলাম । আজ অফিস শেষ করেই প্রায় বেরিয়ে পড়েছি আবার মঙ্গলবার ফিরেই অফিস । তমালের কথাটাই ভাবছিলাম ।

আজকাল মনটা দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে । একটি পক্ষে আর একটি বিপক্ষে । ছোটবড় বিষয়ে বড় দ্বন্দ্ব আজকাল কিন্তু বাইরে থেকে কেউ কিছু বোঝতে এলেই সেটাতে মন রাজি হয়ে যায় । তখন পক্ষে বিপক্ষে বড় মিলন হয় ----- ঠিক ,ঠিক , ঠিক !

আরও কিছুক্ষণ পর গাড়িটা স্টেশনে পৌঁছে গেল । ট্রেনের তখনও মিনিট পনের বাকি । টাকা দিতে গেলে, টাকা দেখে ড্রাইভার দাঁত বের করে একটু হেঁসে বলল ,‘’ স্যার , একশো টাকা যদি বেশি দিতেন?‘’

মনের মধ্যে প্রথমেই একটি বিদ্রোহবোধ জেগে উঠল । মনে হল বলি ,‘’শালা তুইই তো ঘুর পথে নিয়ে এলি রে হারামজাদা ।‘’ কিন্তু ঐ যে মনের মধ্যে পক্ষ বিপক্ষ ততক্ষণে মিশে একাকার ।

---- স্যার , বৃষ্টির মধ্যে ---- ড্রাইভার বলল ।

---- ঠিক ! ঠিক ! পক্ষে বিপক্ষের মত ।

---- এত তাড়াতাড়ি নিয়ে এলাম ।

---- ঠিক ! ঠিক !

---- আপনার ট্রেনেরও এখনও দেরি আছে ।

---- ঠিক ! ঠিক !

---- আমাকেও এতটা পথ আবার একা ফিরতে হবে ।

---- ঠিক ! ঠিক !

ঐ যে অন্যে যে কেউ আজকাল রাজি করিয়ে নিতে পারে । তাই আমি আর কথা বাড়ালাম না । আরও একশ টাকা বেশি বের করে দিয়ে দিলাম ।

স্টেশনের ভেতরে ঢুকে এলাম। ডিসপ্লে বোর্ডে ট্রেনের নাম খুঁজে পেলাম না । কিছুক্ষণ পর ঘোষণা হল যে , ট্রেন তিন ঘণ্টা লেট। তাড়াহুড়োতে বাড়ি থেকে বেরনোর আগে টাইমটা আর চেক করা হয়নি। যাইহোক এখন আর কোন তাড়া নেই। মনের ভেতরে ছুটির বোধটা প্রথম খেলা করতে লাগল ।

একটু কিছু খেতে হবে । স্টেশনের ঠিক বাইরের স্টেশন লাগোয়া সারি সারি দোকান আছে । এখানেই খাবার সব টুকিটাকি পাওয়া যায় । আর ট্রেনে যাতাযাতের প্রয়োজনীয় সব সামগ্রী--- জল , কোল্ড ড্রিংকস , বিস্কুট এই সব আরও কত কি । দোকানের পাশে যেতেই সব ,দাদা কি খাবেন কি খাবেন বলে ছুটে আসে । যাইহোক পাতলা রুটি খেতে ইচ্ছা করছিল । তাছাড়া ট্রেন জার্নিতে একটু হালকা খাওয়াই বরাবর পছন্দ আমার । একটা দোকানের কাছে একটু এগিয়ে গিয়ে বললাম , পাতলা রুটির কথা । দোকানদার বলে উঠলেন , ‘’ দাদা রুটি কেন খাবেন ? খাঁটি গোরুর দুধের ঘি আছে । রুটির সাথে একটু লাগিয়ে দেব । চমৎকার পরোটা হয়ে যাবে । স্বাদ মুখে লেগে থাকবে ।

---- না দাদা । ট্রেনে উঠব । তায় আবার পরোটা ।

---- আরে দাদা ট্রেনে তো সবাই উঠবে । খেয়ে তো দেখুন । কিছু হলে আমার নামটাই পাল্টে দেবেন ।

আমার মনে তখন পক্ষে – বিপক্ষের চুক্তি হয়ে গেছে । তাই বললাম দিয়ে দেন দাদা কিন্তু দেরি করবেন না একদম ।

খাওয়া দাওয়া করে স্টেশনের ভেতরে ঢুকে এলাম আমি । ঝকঝকে তকতকে প্ল্যাটফর্ম । বসার জায়গা পেতেও কোন অসুবিধা হল না । আরাম করে হেলান দিয়ে বসে পড়লাম । এল ই ডি র আলোয় পুরো স্টেশনটা ঝকঝক করছে । নতুন টাইলস বসানো প্ল্যাটফর্ম । প্ল্যাটফর্মে হলুদ রঙের দাগ কাটা সতর্কবার্তা চিহ্ন হিসেবে । প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য বরাবর বসার স্টিলের চেয়ার । তারই একটায় আমি বসে ।

সেই প্ল্যাটফর্মে বসে মনটা একটু হালকা হালকা লাগছিল । তমালের কথাটা মনে পড়ল । ছুটির দিনে দৌড়াদৌড়ি আর ভালো লাগেনা --- এই সব । আমি নিজে ভীষণ কুঁড়ে প্রকৃতির মানুষ । দৌড়াদৌড়ি তেমন পছন্দ করিনা । শুধু এই ছুটির কথা ভেবেই হঠাৎ করেই এই প্ল্যানটা করা হয়ে গেল । স্টেশনের এই প্ল্যাটফর্মে বসতেই আমার মনের পক্ষ আর বিপক্ষ যেন বেশ বল পেয়ে উঠল । ঢাল তলোয়ার নিয়ে এক্কেবারে তৈরি তারা ।

তমালের কথাটা মনে গেঁথে গেছে যেন । আমিও বড় আলসে প্রকৃতির আর আরামপ্রিয় । ছুটির দিনে নিজের হাতে রান্না করে খেয়ে , বিছানায় শুয়ে থাকার যে আনন্দ তার কোন বিকল্প হয়না । পক্ষ- বিপক্ষ তখন মাঠে নেমে পড়েছে ।

----- মঙ্গলবার সকালে কতটা ক্লান্ত হয়ে পড়বে সেটা ভেবে দেখেছো?

----- ক্লান্তি তো শরীরের। সেটা একটু বিশ্রাম নিলেই সেরে যাবে। কিন্তু মনটা কতটা আনন্দ পাবে সেটা ভেবে দেখো। পক্ষে বলল।

--- সে তো বাড়ি বসে নিজের সঙ্গে সময় কাটালেও হবে।

---- নিজের সাথে সময় কাটান মানে তো টি ভি দেখা, হটস্টার, অ্যামাজন প্রাইম দেখা। আর তারপর সন্ধ্যেবেলায় অবসাদে ভোগা।

---- বই পড়, লেখালেখি কর । তোমার প্রিয় সদগুরু, গৌরগোপাল দাশ – এরা তো তোমার প্রিয়জন । তুমি তো এদের কথা শুনে চল । এরা তো বলেইছে যে, বাইরে বাইরে তুমি যা খুঁজে বেড়াচ্ছো তা লুকিয়ে আছে তোমার মনে ।

---- আরে সে কথার মানেটা এটাই হল না? কুঁড়েমি করে বাড়িতে বসে থাকতে সদগুরু বলেননি ।

পক্ষে – বিপক্ষের যুদ্ধ তখন চরমে । এই এক সমস্যা আজকাল । অন্যের কথায় রাজি হওয়া খুব সহজ। কিন্তু পক্ষ ও বিপক্ষ বড় তার্কিক হয়ে উঠেছে আজকাল । আজ ম্যাচ হলেই স্কোর ১- ১ !

আরও এক ঘণ্টা পেরোল । স্টেশনে ট্রেন এসে দাঁড়াল একটি । দূরপাল্লার ট্রেন সব । ট্রেন থামতেই লাল পোশাক পড়া কুলির দল ট্রেনের ভেতরে উঠে পড়ল। নামতে থাকা যাত্রীদের সাথে বচসার অন্ত নেই । যাত্রীরা নামে, ব্যাগপত্র প্ল্যাটফর্মে জমা হয়। নতুন যাত্রীরা সব ট্রেনে ওঠার জন্যে তাড়াহুড়ো করে। সাদা পোশাক পড়া টি টি র দল প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়ায়। তাদের ঘিরে ধরে একদল যাত্রী। এরা সব টিকিট কনফার্ম না হওয়া যাত্রীদের দল। টিকিট কনফার্ম করার জন্য টি টি দের পাশে ঘুর ঘুর করতে থাকে। কিছু লোক ফাঁকা বোতলে প্লাটফর্মের কলে জল ভরতে থাকে। আর পি এফ এর অফিসারেরা টহল দিয়ে নেন। হকারেরা রাতের খাবার বিক্রির চেষ্টা করে খুব। মাইকে ঘোষণা হয় যে ট্রেন ছেড়ে যাওয়ার জন্যে তৈরি। কিছুক্ষণ পরে প্ল্যাটফর্মটাকে পেছনে ফেলে রেখে ট্রেনটা আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায় ।

আমার মনের জগতে খুব ছোট বিষয় নিয়ে খুব বড় যুদ্ধ চলছে । ‘ টু গো অর নট টু ‘ এর দ্বন্দ্বে কুপোকাত। আর পক্ষে বিপক্ষের মধ্যে প্রায় হাতাহাতি হওয়ার জোগাড় ! আরও কিছুটা সময় পেরিয়ে গেল । তারপর আমার ট্রেন আসার ঘোষণা হয়ে গেলো । আমি ব্যাগপত্র নিয়ে ট্রেনে উঠে বসলাম । মনস্থির করে ফেলেছি । তাই পক্ষ বিপক্ষকে খুব একটা পাত্তা দিচ্ছিনা আর । কিন্তু সাধারণ মানুষের সমস্যা এখানেই। তারা তো আর ট্রাজেডির নায়ক হতে পারেনা । আমার এক দাদার মতে , সাধারণ মানুষের জীবন ছোটখাট বিষয়ের দ্বন্দ্বেই ভরপুর । জামা কিনে বাড়ি এসে মনে হয় , না কেনা জামাটাই আরও ভালো ছিল । নৈহাটি লোকালে উঠে মনে হয় কৃষ্ণনগর লোকালটা খালি ছিল । আর এসবের মধ্যে সেরা হল ‘মুরগি না পাঁঠা‘ ! সাধারণ মানুষের দ্বন্দ্ব নিয়ে লিখলে শেক্সপিয়ার এত দিন মোড়ের মাথায় বসে চিঁড়ে বিক্রি করতেন ।

ট্রেনে উঠে ব্যাগটা সিটের নিচে রাখলাম । কিছু ক্ষণ পর বাকি লোকেরা উঠতে আরম্ভ করলেন । একটা ফ্যামিলি, অনেকগুলো লোক, কিছু লোকের বোধহয় ওয়েটিং লিস্ট হবে। তাদের সাথে আবার অনেকগুলি গুঁড়িগুঁড়ি বাচ্চা কাচ্চা , আর হাজারো ব্যাগ । কোথাও আর তিল ধারনের জায়গা রইল না। নিচে বসার আর ঠিক জায়গা রইল না । আমি ওপরে উঠে গেলাম । থার্ড এ সি , আমার সিট নম্বর ৭০ , এটাতে এ সি র এক্সস্ট থাকে । অপরের সিটে লম্বা হয়ে শুয়ে ট্রেনের ছাদ দেখতে লাগলাম ।

নিচে অনেকগুলো মানুষের হই হট্টগোল , বাচ্চাগুলোর চেঁচামেচি শুনতে শুনতে আরও কিছুটা সময় পার হয়ে যায় । এরই মধ্যে এক পুরুষ কণ্ঠের ডাকে সম্বিৎ ফেরে আমার । ভদ্রলোক শুরু করলেন এইভাবে ----

---- আপনি কি একা ?

----হ্যাঁ বলুন । আমাদের একটি সিট পাশের বগিতে আছে । আপনি যদি কিছু মনে না করেন তো ……

বাকিটা তো বুঝতেই পেরে গেলাম । একবার মনে হল যে , বলে দিই যে যাবো না । কিন্তু তত ক্ষণে পক্ষে বিপক্ষের সন্ধি হয়ে গেছে । ভদ্রলোকও চেষ্টা ছাড়েননি । বলেই যাচ্ছেন –

---- আমাদের এতগুলো লোক ।

---- ঠিক আছে ঠিক আছে । পক্ষ বিপক্ষ বলল ।

---- আমরা সবাই এখানে অ্যাডজাস্ট করে নিতাম ।

---- ঠিক ! ঠিক !

---- তারপর আবার আমাদের এতগুলো বাচ্চা – কাচ্চা । খুব সুবিধ হতো যদি আপনি যেতেন ।

---- ঠিক ।

---- আর তাছাড়া আপনার লাগেজও কম ।

---- একদম ঠিক ।

---- আর আপনার লাগেজ আমরা পাশের বগিতে দিয়ে আসব ।

---- তবে ।

আমার আর কিছু বলার রইল না । যাইহোক বোকাবোকা একটি হাসি দিয়ে আমি চললাম পাশের বগিতে। আমার ব্যাগটা ওরা বয়ে দিতে চেয়েছিল কিন্তু আমি আর রাজি হইনি । আর ওরাও এই বিষয়টায় খুব একটা জোরাজুরি করেনি ।

আমি আমার নতুন জায়গায় বসলাম । এখানটা একটু ফাঁকা ফাঁকা , নিরিবিলি রকমের । বাকি লোকেরা এখনও এসে পৌঁছয়নি । ব্যাগটা নিচে রাখতে যাবো ঠিক সেই সময় হ্যাঁচকা টান দিয়ে চলতে আরম্ভ করল । বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি । ট্রেনটা প্ল্যাটফর্মটাকে ছাড়িয়ে চলতে আরম্ভ করল। আর ঠিক সেই সময়েই সাধারণ মানুষের অসাধারণ হয়ে ওঠার ইচ্ছা জেগে উঠল । ছুটির দিনে অলস দুপুরে বিছানায় আরামের কাছে সব কিছুই হার । আর এক মুহূর্ত দেরি নয়। ট্রলি ব্যাগটাকে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম । তত ক্ষণে ট্রেনটা গতি নিতে আরম্ভ করেছে । ট্রলিব্যাগটাকে প্ল্যাটফর্মের ওপর হালকা করে ছেড়ে দিলাম । তারপর আমার নামার পালা । ট্রেন তখন বেশ গতি নিয়েছে আর ঐ দূরে দেখা যাচ্ছে যে প্ল্যাটফর্মটা শেষ হয়ে আসছে । আমি প্রথমে একবার চেষ্টা করলাম কিন্তু সাহস হল না । তারপর একটু সাহস সঞ্চয় করে চলন্ত ট্রেনের সাথে একটু গতি রেখে পা রেখে দিলাম প্ল্যাটফর্মে কিন্তু না সামলানো গেলো না একবার দুবার তিনবারের বার আমি পরে যেতে লাগলাম । চারিদিক যেন শূন্য আর নিঃস্তব্ধ হয়ে আসতে লাগল । ট্রেনের ঘট ঘটটা কেমন যেন ঘোলা হয়ে এল ---- ঘট ঘট ঘট ঘঙ ঘঙ ঘঙ ক্রিং ক্রিং ক্রিং ---- চোখ খুলে দেখলাম অন্ধকার অন্ধকার ---- আমার শোবার ঘরে আমি ঘুম থেকে উঠলাম । আর অ্যালার্মটা বেজেই চলেছে ---- কি স্বপ্ন রে বাবা । ঘেমে স্নান প্রায় । আজ ১৪ ই আগস্ট । অর্থাৎ আজ আর কাল দুদিন ছুটি ।

ফোনটা বেজে উঠল । দেখি তমালের ফোন ।

---- কি ব্যস্ত নাকি । তমাল জিজ্ঞেস করল ।

---- এই তো ঘুম থেকে উঠলাম । বল তুমি কোথায় ?

---- এই ভাবলাম একটু ঘুরে আসি । শনিবার, রবিবার ছুটি আর সোমবার তো ১৫ই আগস্ট । তাই ভাবলাম তিনদিন ঘরে বসে আর কি করব । তা……

---- বাহ ভালো প্ল্যান । ঘোর ।

একটু পরে তমাল ফোনটা রেখে দিল । আমি আবার শোবার ঘরে ফিরে এলাম । চারিদিকে পর্দা নামান অন্ধকার ঘর । আর ছুটিরই তো দিন । মোবাইলটা মাথার কাছে রেখে টান টান হয়ে শুয়ে পড়লাম । আর পক্ষে বিপক্ষে তখন জড়াজড়ি করে আরামে ঘুমিয়ে আছে ।

---\*\*\*---